দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 DEC 1989

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শনিবার ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যদের মাসিক সভায় ভাষণ দেন

ছাত্রদের জীবন নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলা নয়ঃ এরশাদ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনায় আরিফের মতো নিরীহ ও মেধাবী ছাত্রের হত্যাকান্ড দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যজনক।

বাসসব এ খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস-চ্যান্সেলরদের সঙ্গে নিয়মিত মাসিক বৈঠকে বক্তব্য রাখছিলেন। ঘটনাটিকে লজ্জাকর বলে অভিহিত করে প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন নিয়ে জাতি আর ছিনিমিনি খেলতে দিতে পারেন।

যেসব রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ ছাত্রদের রাজনীতিতে টেনে আনে, প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাদের এজাতীয় ঘটনার জন্য দায়ী মনে করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্রদের জীবন নিয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রেসিডেন্ট এরশাদ দুঃখ প্রকাশ করেন যে বারংবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও বিরোধী দলগুলো ছাত্র রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়া থেকে নিবৃত্ত হয়নি।

জাতীয় পার্টির ছাত্রফ্রন্ট বিলুপ্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর সরকার এবং জাতীয় পার্টির অভিপ্রায় অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ইতিমধ্যেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ মন্তব্য করেন, সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে জাতি এ সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে পারে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর শুভবুদ্ধির উদয় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামও বক্তব্য রাখেন। প্রেসিডেন্টের মুখ্য সচিব এ এইচ এফ কে সাদিক, শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান এবং ইউজিসির সদস্যবৃন্দও বৈঠকে যোগদান করেন।

বৈঠকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ জেলার শান্তিডাঙ্গা-দৌলতপুরে তার নতুন ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের ব্যাপারে সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং সেখানে যাতে আগামী শিক্ষাবর্ষ শুরু করা যায় সেজন্যে এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকে সেসন জ্যামের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যেসব প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে তারও পর্যালোচনা করা হয় এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে শিক্ষামন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

বৈঠকে দেশের আইন শিক্ষার বর্তমান অবস্থাও আলোচনা করা হয় এবং শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী পরীক্ষা অনুষ্ঠান পদ্ধতি পর্যালোচনা করে এ ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্যে ইউজিসির অধ্যাপক এম এ বারীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।